জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

## কমিউনিটি ক্লাইমেট চেইঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)

# উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ- অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

ভেন্যুঃ টাইগার পয়েন্ট, মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

তারিখঃ ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

GONOMUKHI NOWABENKI FOUNDATION Shyamnagar, Satkhira

BCCRF Bangladesh Climate Change Resilience Fund

# সূচী

১. ভূমিকা

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩. অংশগ্রহনকারী

৪. উপকরণ ও পদ্ধতি

৫. সেশন অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৬. সফর হতে শিক্ষা

৭. সুপারিশ ও উপসংহার

৮. এনেক্স ১: অংশগ্রহনকারীদের তালিকা

৯. এনেক্স ২: অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের সময়সূচি

১০. এনেক্স ৩: অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের বাজেট

## ১. ভূমিকা

উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ একটি লাভজনক আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড হিসেবে পরিচিত। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ হতে পারে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। নওয়াবেঁকী গনমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ), মুন্সিগঞ্জ ও বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়নের হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রকম প্রকল্প বাস্বায়ন করে যাচ্ছে। এর মধ্যে ফেডেক, প্রাইম, কৃষি ইউনিট, সমৃদ্ধি ও সিসিসিপি অন্যতম এবং প্রতিটি প্রকল্প বাস্বায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)। আইলা ও সিডর বিধ্বস্ শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী ও মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের অসংখ্য মানুষের এখন একটি বড় আয়ের উৎস কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ। লবনাক্ত পানির সহজলভ্যতা ও জোয়ার ভাটার প্রভাব ও উপকরনের পর্যাপ্ততার জন্য কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ এই এলাকার মানুষের আশির্বাদ। যদিও কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ একটি স্বল্প সময়ে লাভজনক কর্মকান্ড তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী দক্ষতার ঘাটতি চাষীকে মারাত্নক ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় ৯৬ জন চাষীদের কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ উপকূলীয় অঞ্চলে সিসিসিপি প্রকল্প বাস্বায়নকারী ৮ টি সংস্থাকে নিয়ে এনজিএফ কতৃক বাস্বায়িত কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ এর উপর অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করা হয়। সিসিসিপি-পিএমইউ, পিকেএসএফ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সফলভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরটি সম্পন্ন করা হয়।

## ২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময়।

***নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ***

- কর্মসূচী সম্পাদনের পর অংশগ্রহনকারীরা
- কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সম্পর্কে বলতে পারবে
- চাষযোগ্য কাঁকড়ার প্রজাতি সম্পর্কে বলতে পারবে
- উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের গুরুত্ব ও চাষের আদর্শ পরিবেশ সম্পর্কে বলতে পারবে
- কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবে
- কাঁকড়ার খাদ্য ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবে
- কাঁকড়ার বাজারজাতকরণ সম্পর্কে বলতে পারবে

## ৩. অংশগ্রহনকারী

উপকূলীয় অঞ্চলে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেইঞ্জ প্রকল্প বাস্বায়নকারী ৮টি সংস্থার ফোকাল পারসন, প্রকল্প সমন্বয়কারী/ব্যবস্থাপক, এমআইএস ও একাউন্টস অফিসার, ফিল্ড ফেসিলিটেটর সহ মোট ২৪ জন। এর মধ্যে ২ জন নারী ও ২২ জন পুরুষ অংশগ্রহনকারী। অংশগ্রহনকারীদের তালিকা এনেক্স ১ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

**চিত্রঃ অংশগ্রহনকারীগন**

## ৪. উপকরণ ও পদ্ধতি

***উপকরণ***

- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর
- হোয়াইট বোর্ড
- মার্কার
- নোট প্যাড
- কলম
- ফোল্ডার
- লীফলেট
- ম্যানুয়াল

***পদ্ধতি***

- পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনা
- অংশগ্রহন মূলক পদ্ধতি
- মাঠ পরিদর্শন
- চলচ্চিত্র প্রদর্শণ
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনা

## ৫. সেশন অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বিবরণ

**১ম দিনঃ ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ঃ** ***বাস্ড্রায়নকারী সংস্থার অংশগ্রহনকারীদের আগমণ ও নিবন্ধন***

২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ বিকাল ৫.০০ টায় সকল অংশগ্রহনকারী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে এসে উপস্থিত হন শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউইনিয়নে অবস্থিত সুশীলনের গেষ্ট হাউজ টাইগার পয়েন্টে। অংশগ্রহনকারীদের সাদরে গ্রহন করার জন্য উপস্থিত ছিলেন নওয়াবেঁকী গনমূখী ফাউন্ডেশনের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব আল-ইমরান এবং নিবন্ধনের জন্য উপস্থিত ছিলেন এমআইএস এন্ড একাউন্টস অফিসার জনাব সুমন। হোটেল কতৃপক্ষ অংশগ্রহনকারীদের রুম বুঝিয়ে দেন এবং সবাই একসাথে রাতের খাবার সেরে পরের দিনের জন প্রস্তুতি গ্রহন করেন।

**২য় দিনঃ ২৭ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ ঃ** ***স্বাগত বক্তব্য, এনজিএফ ও সিসিসিপি***

২৭ শে ফেব্রুয়ারী সকালের নাস্তা সেরে সকলেই উপস্থিত হন টাইগার পয়েন্টের সম্মেলন কক্ষ সপ্নাঙ্গতে। উপস্থিত সকলের পরিচয় পর্ব শেষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনজিএফ এর পরিচালক ও সিসিসিপি এর ফোকাল পারসন জনাব মোঃ আলমগীর কবির। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ব্যবস্থাপক জনাব আল-ইমরান এবং রিসোর্স পারসন-জনাব শামীম আহমেদ (টেকনিক্যাল অফিসার-ফিসারিজ), এনজিএফ। স্বাগত বক্তব্য শেষে সবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্বায়নের অগ্রগতি তুলে ধরেন প্রকল্পের ব্যবস্থাপক জনাব আল-ইমরান।

**চিত্রঃ স্বাগত বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আলমগীর কবির**

এই সেশনে যা যা উঠে আসে তা হলো

- নওয়াবেঁকী গনমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
- এনজিএফ এর বর্তমান কর্যক্রম
- জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি

*কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের কারিগরী সেশন*

মূল কারিগরী সেশন পরিচালনা করেন জনাব শামীম আহমেদ, টেকনিক্যাল অফিসার-ফিসারিজ, এনজিএফ। কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের সার্বিক দিকগুলো উঠে আসে এই সেশনে। পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনা, চলচিত্র প্রদর্শন বুকলেট ও ম্যানুয়াল প্রদানের মাধ্যমে চমৎকার একটি সেশন পরিচালনা করেন শামীম আহমেদ।

চিত্রঃ কারিগরী সেশন পরিচালনা করছেন শামীম আহমেদ

এই সেশনে যা যা উঠে আসে তা হলো

- কাঁকড়ার পরিচিতি ও বিভিন্ন প্রজাতি
- বাংলাদেশে কাঁকড়া চাষের পটভূমি
- উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ
- কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের আদর্শ পরিবেশ ও বিভিন্ন পদ্ধতি
- কাঁকড়ার মজুদপূর্ব, মজুদকালীন ও মজুদপরবর্তী ব্যবস্থাপনা
- কাঁকড়ার খাদ্য, পানি ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা
- কাঁকড়ার বাজারজাতকরন
- কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজননের পরীক্ষামূলক প্রকল্প
- কাঁকড়ার মোটাতাজাকরণের আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ

***কাঁকড়া খামার পরিদর্শন***

সকাল ১১.০০ টায় চা বিরতির পর সকলকে নিয়ে বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের ভামিয়া গ্রামের মাঠ পরিদর্শনে যাওয়া হয়। ভামিয়া গ্রামটি কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের জন্য আদর্শ এবং এখানে সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় ২৪ জন চাষী কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের উপকারভোগী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাছাড়া ভামিয়া গ্রামের কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ দুটি পদ্ধতিতে হয় একটি পাটা পদ্ধতিতে এবং অপরটি বালতি পদ্ধতিতে। যাতায়াত ব্যবস্থা খুব ভালো না হলেও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভামিয়া গ্রাম খুবই উপযুক্ত। যাই হোক কিছু পথ মাইক্রোবাস ও কিছু পথ ইঞ্জিন চালিত ভ্যানে করে ভামিয়া গ্রামে সবাই পৌঁছায়।

**চিত্রঃ মাঠ পরিদর্শনের জন্য যাত্রা করেছেন অংশগ্রহনকারীরা**

**চিত্রঃ বালতি পদ্ধতিতে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ দেখছেন অংশগ্রহনকারীরা**

**চিত্রঃ পাটা পদ্ধতিতে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ বর্ণনা করছেন শামীম আহমেদ**

অংশগ্রহনকারীদের সকলেই অত্যন্আগ্রহের সাথে পাটা ও বালতি পদ্ধতিতে কাকড়া মোটাতাজাকরণ পরিদর্শন করেন। দুটি বালতি (যোগেশ মন্ডল, ঠাকুর আউলিয়া) ও দুটি পাটা (পরেশ ভাঙ্গি, সুরঞ্জন ভাঙ্গি) পদ্ধতিতে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ খামার পরিদর্শনের সময় অংশগ্রহনকারীগন চাষীদের কাছ থেকে যা জানতে পারেন তা হলো

- কাঁকড়ার প্রপ্তিস্থান
- শতক প্রতি কাঁকড়ার মজুদ ঘনত্ব
- কাঁকড়ার খাবার
- কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের সময়কাল
- কাঁকড়া আহোরণ ও বাজারজাতকরণ

**চিত্রঃ কাঁকড়া আহোরণ ও আহোরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা দেখছেন অংশগ্রহনকারীর**

মাঠ পরিদর্শন শেষে বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের কলবাড়ী বাজারে স্থানীয় একটি কাঁকড়ার ডিপো (ভাই ভাই কাঁকড়ার ডিপো) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় অংশগ্রহনকারীরা কাঁকড়ার মার্কেট চ্যানেল, গ্রেড ও বিভিন্ন গ্রেডের কাঁকড়ার দাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। মাঠ ও বাজার পরিদর্শন শেষে নামাজ ও দুপুরের খাবার বিরতি শুরু হয়।

**চিত্রঃ কাঁকড়ার স্থানীয় ডিপো থেকে বাজারজাতকরণের তথ্য সংগ্রহ করছেন অংশগ্রহনকারীরা**

*ডি-স্যালাইনাইজেশন প-ান্ট পরিদর্শন*

দুপুর ৩.০০ টায় এনজিএফকতৃক বাস্বায়িত সাশ্রয়ী মূল্যে সুপেয় পানি উৎপাদনের ডি-স্যালাইনাইজেশন প্লান্ট পরিদর্শন করা হয়। এই সময় অংশগ্রহনকারীগন যা জানতে পারেন তা হলো

- ডি-স্যালাইনাইজেশন প্লান্টের উপযোগিতা
- পানি উৎপাদন প্রক্রিয়া
- পানি উৎপাদন ক্ষমতা
- পানির গুণগত মান
- উৎপাদন ক্ষমতা
- পানির বিক্রয়মূল্য ও উপকারভোগী

**চিত্রঃ ডি-স্যালাইনাইজেশন প্ল্যান্ট পরিদর্শন করছেন অংশগ্রহনকারীরা**

**চিত্রঃ নওয়াবঁকী গনমূখী ফাউন্ডেশন এর প্রধান কার্যালয়ের সামনে অংশগ্রহনকারীরা**

ফেরার পথে সবাই মিলে নওয়াবেঁকী গনমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। এ সময় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বেলা ৪.০০টায় টাইগার পয়েন্টে ফিরে বিকালের নাস্তা করা হয়।

***অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সমাপ্তি***

৪.৩০-৬.০০ পর্যন্ত পরিচালিত হয় সারাদিনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই সেশনটি পরিচালনা করেন রিসোর্স পারসন জনাব শামীম আহমেদ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব আল-ইমরান। মাঠ পর্যায়ে কাজ করা ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটরদের প্রাধান্য দিয়ে এই সেশনে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের বিভিন্ন দিক নিয়ে মুক্ত আলোচনা করা হয়। এই সেশনে যা যা আলোচিত হয় তা হলো

- বিভিন্ন অঞ্চলে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের বর্তমান অবস্থা
- উপকরণ প্রাপ্তির উপায়
- কাঁকড়ার হ্যাচারী
- কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের বাস্বায়ন খরচ
- ডি-স্যালাইনাইজেশন প্ল্যান্ট এর পানির গুণাগুন

সবশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য ও সিসিসিপি প্রকল্পের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার আহবান জানিয়ে এই কর্মসূচির সমাপনী ঘোষণা করেন প্রকল্পের ফোকাল পারসন ও এনজিএফ এর পরিচালক জনাব মোঃ আলমগীর কবির। রাত ৮.০০ টায় রাত অংশগ্রহনকারীরা চমৎকার একটি খাবার উপভোগ করেন এবং সকাল ৮.০০ টায় সকালের নাস্তার পর সবাই নিজেদের প্রকল্প এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

**চিত্রঃ রাতের খাবার উপভোগ করছেন অংশগ্রহনকারীরা**

## ৬. অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর থেকে শিক্ষা

এক দিনের প্রশিক্ষণ ও মাঠ পরিদর্শন থেকে অংশগ্রহনকারীগন যা শিখেছেন তা হলো

- নওয়াবেঁকী গনমূখী ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন যাবৎ কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের উপর বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ, কারিগরী সহযোগিতা ও গবেষণা করে আসছে।
- বাংলাদেশে প্রায় ১৬ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায় এর মধ্যে ***Scylla serrata*** প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যপক চাহিদা থাকায় এর মোটাতাজাকরণও বেশি হয়।
- উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের মূল শর্ত হলো পোনার প্রাপ্যতা ও জোয়ার ভাটার প্রভাবযুক্ত লোনা পানি
- শ্যামনগর অঞ্চলের মানুষ প্রায় দুই দশক ধরে কাঁকড়া মোটাতাজাকরনের সাথে জড়িত আছেন
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষের মধ্যে পাটা পদ্ধতিতে চাষ সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সুন্দরবন হলো কাঁকড়ার পোণা প্রাপ্তির প্রধান উৎস
- কাঁকড়া স্বজাতভোজী, তাই সঠিক ঘনত্বে কাঁকড়া মজুদ ও সঠিক পরিমাণ খাদ্য প্রদান না করলে কাঁকড়া মৃত্যুহার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।
- কাঁকড়ার রোগবালাই নেই বললেই চলে তবে পানির গুণাগুন ঠিক রাখলে কাঁকড়া বাচার হার বেশি হয়
- মাত্র দুই সপ্তাহ পর কাঁকড়া বাজারজাত করা যায় এবং কাঁকড়া পা বাধে জীবিত অবস্থায় রপ্তানি করা হয়
- কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে দুই থেকে তিন গুণ মুনাফা খুব সহজে ও অল্প সময়ে অর্জন করা যায়।
- এনজিএফ উপকূলীয় অঞ্চলে ডি-স্যালাইনাইজেশন পান্ট ধনী ও গরিব নির্বিশেষে সকলের জন্য সুপেয় পানি সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ করাই এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা কমেছে

## ৭. সুপারিশ

শুধু কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ নয় সিসিসিপি-পিএমইউ এর সকল অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর প্রকল্পের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তবে পরবর্তী অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো বিবিচনায় রাখা উচিত।

- জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সরকার কতৃক কাঁকড়া আহোরণ ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ থাকায় এই সময়ে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর বাস্তবায়ন কঠিন
- অংশগ্রহনকারীদের জন্য আবাসন বরাদ্দ যুগোপযোগী করা আবশ্যক
- অন্তত দুই দিনের কারিগরী সেশন ও এক দিনের মাঠ পরিদর্শন অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের জন্য জরুরী
- সিসিসিপি-পিএমইউ হতে অন্তত একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারলে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আরও প্রানবন্ত হতো।

## ৮. উপসংহার

বিগত দশ বছর ধরে নওয়াবেঁকী গনমূখী ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান হলো পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের কেননা এনজিএফ এর প্রতিটি প্রক্লপের আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন হয়েছে পিকেএসএফ এর মাধ্যমেই। বিশেষ করে ফেডেকের আওতায় ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রক্লপের মাধ্যমে এনজিএফ সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও খুলনার কয়রা উপজেলার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৫০০০ কাঁকড়া চাষীর দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরী সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যপক কাঁকড়া চাষে ব্যপক উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকপ বাস্ বায়নকারী সংস্থার জন্য কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সিসিসিপি-পিএমইউ এর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম, জনাবা সাবরীন সুলতানা এবং জনাব কাঞ্চন মাহমুদুজ্জামানের নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতায় অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরটি সফলভাবে বাস্বায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

## ১১. এনেক্স ১: অংশগ্রহনকারীদের তালিকা

| ক্রমিক নং | অংশগ্রহনকারীর নাম | পদবী | সংস্থা |
|---|---|---|---|
| ০১ | কাজী আলিয়া মান্নান জুগনু | প্রজেক্ট ম্যানেজার | রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার |
| ০২ | মোঃ খালেকুজ্জামান | এডমিন এন্ড ফাইনান্স অফিসার | |
| ০৩ | মোঃ আব্দুল গফুর | ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর কাম ট্রেইনার | |
| ০৪ | মোঃ মিজানুর রহমান | প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর | জাগ্রত যুব সংঘ |
| ০৫ | স্বপন কুমার ঢালী | প্রোগ্রাম অর্গানাইজার | |
| ০৬ | অমল বিশ্বাস | | |
| ০৭ | আনোয়ার হোসেন চৌধুরী | প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর | নজরুল স্মৃতি সংসদ |
| ০৮ | মোঃ মোস্ফা কামাল | ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর | |
| ০৯ | ইরানী হালদার | | |
| ১০ | খান মোঃ শাহ আলম | প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর | সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা |
| ১১ | কাজী রাহিদুল বারী | প্রোগ্রাম অর্গানাইজার | |
| ১২ | মহেশ চন্দ্র মন্ডল | | |
| ১৩ | মোঃ অহিদুর রহমান | প্রোগ্রাম ম্যানেজার | প্রত্যাশী |
| ১৪ | শিমু কান্নি নাথ | ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর | |
| ১৫ | মোঃ মিজানুর রহমান | | |
| ১৬ | মিজানুর রহমান | ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর | ঢাকা আহসানিয়া মিশন |
| ১৭ | মামুন আল-হুসাইন | ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর | |
| ১৮ | রবিউল ইসলাম | | |
| ১৯ | মোঃ ইউসুফ | প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর | সংগ্রাম |
| ২০ | মোঃ মাসুদ মিঞা | ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর | |
| ২১ | মোঃ মাহবুবুর রহমান | | |
| ২২ | এনামুল হক মিলন | ফোকাল পারসন | রুরাল রিকন্সট্রাকশন ফাউন্ডেশন |
| ২৩ | জুলিয়ান কোরাইয়া | প্রজেক্ট ম্যানেজার | |
| ২৪ | লিটন কুমার দে | ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর | |

## ১২. এনেক্স ২: অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের সময়সূচি

| ক্রমিক নং | সময় | স্থান | কার্যক্রম | ফ্যাসিলিটেটর |
|---|---|---|---|---|
| | **১ম দিনঃ ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫** | | | |
| ০১ | বিকাল ৫.০০টা-রাত ৮.৩০টা | টাইগার পয়েন্ট, মুন্সিগঞ্জ | বাস্বায়নকারী সংস্থার অংশগ্রহনকারীদের আগমণ ও নিবন্ধন | এমআইএস এন্ড একাউন্টস অফিসার, এনজিএফ |
| ০২ | রাত ৮.৩০টা-রাত ৯.৩০টা | টাইগার পয়েন্ট ডাইনিং | রাতের খাবার | ফোকাল পারসন, এনজিএফ |
| | **২য় দিনঃ ২৭ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫** | | | |
| ০৩ | সকাল ৮.০০টা-সকাল ৮.৪৫টা | ঐ | সকালের নাস্া | এনজিএফ অফিসিয়ালস |
| ০৪ | সকাল ৮.৪৫টা-সকাল ৯.০০টা | কনফারেন্স রুম-সপ্নাঙ্গ | স্বাগত বক্তব্য, এনজিএফ ও সিসিসিপি | ফোকাল পারসন, এনজিএফ |
| ০৫ | সকাল ৯.০০টা-সকাল ১০.৩০টা | ঐ | কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের কারিগরী সেশন | রিসোর্স পারসন |
| ০৬ | সকাল ১০.৩০টা-১১.০০টা | টাইগার পয়েন্ট ডাইনিং | চা বিরতি | এনজিএফ অফিসিয়ালস |
| ০৭ | সকাল১১.০০টা-দুপুর ২.০০টা | ভামিয়া | কাঁকড়া খামার পরিদর্শন | |
| ০৮ | দুপুর ২.০০টা-দুপুর ৩.০০টা | টাইগার পয়েন্ট ডাইনিং | দুপুরের খাবার | |
| ০৯ | বিকাল ৩.০০টা-বিকাল ৪.০০ | এনজিএফ প্রধান কার্যালয় | ডি-স্যালাইনাইজেশন প্লান্ট পরিদর্শন | |
| ১০ | বিকাল ৪.০০-বিকাল ৪.৩০টা | টাইগার পয়েন্ট ডাইনিং | চা বিরতি | |
| ১১ | বিকাল ৪.৩০-সন্ধ্যা ৬.০০টা | কনফারেন্স রুম-সপ্নাঙ্গ | অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সমাপ্তি | প্রজেক্ট ম্যানেজার |
| ১২ | রাত ৮.০০টা- রাত ৯.০০টা | টাইগার পয়েন্ট ডাইনিং | রাতের খাবার | এনজিএফ অফিসিয়ালস |
| | **৩য় দিনঃ ২৮ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫** | | | |
| ১৩ | সকাল ৮.০০টা-সকাল ৯.০০টা | টাইগার পয়েন্ট ডাইনিং | সকালের নাস্া | ঐ |
| ১৪ | সকাল ৯.০০টা | | প্রস্থান | |

## ১৩. এনেক্স ৩: অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের বাজেট

| # | বিষয় | একক খরচ | সংখ্যা | দিন | মোট খরচ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | **খাবার** | | | | |
| | সকালের নাশ্তা | ৭৫ | ২৪ | ২ | ৩,৬০০ |
| | স্ন্যাকস | ৩০ | ২৪ | ২ | ১,৪৪০ |
| | দুপুরের খাবার | ১৫০ | ২৪ | ১ | ৩,৬০০ |
| | রাতের খাবার | ২৫০ | ২৪ | ২ | ১২,০০০ |
| | **মোটঃ ১** | | | | **২০,৬৪০** |
| ২ | **আবাসন ও ভেন্যু** | | | | |
| | আবাসন ভাড়া | ২৮৮ | ২৪ | ২ | ১৩,৮২৪ |
| | ভেন্যু ভাড়া | ৫৭৬ | ১ | ১ | ৫৭৬ |
| | **মোটঃ ২** | | | | **১৪,৪০০** |
| ৩ | **সম্মানী/পরিবহণ** | | | | |
| | স্থানীয় পরিবহণ | ৩,১৬০ | ৩ | ১ | ৯,৪৮০ |
| | রিসোর্স পারসনের সম্মানী | ১,০০০ | ১ | ১ | ১,০০০ |
| | **মোটঃ ৩** | | | | **১০,৪৮০** |
| ৪ | **উপকরণ খরচ** | | | | |
| | কলম | ১০ | ২৪ | ১ | ২৪০ |
| | প্যাড | ৪৮ | ২৪ | ১ | ১,১৫২ |
| | অন্যান্য | ৮০ | ২৪ | ১ | ১,৯২০ |
| | **মোটঃ ৪** | | | | **৩,৩১২** |
| | **মোটঃ (১+২+৩+৪)** | | | | |
| ৫ | **সার্ভিস চার্জ ১৫% (মোটঃ ১)** | | | | **৩,০৯৬** |
| | ভ্যাট ১৫% (মোটঃ ১+২+৩) | | | | ৬,৮২৮ |
| | ভ্যাট ৪% (মোটঃ ৪) | | | | ১৩২ |
| | **মোটঃ ৫** | | | | **১০,০৫৬** |
| | | | | | |
| | **সর্বমোটঃ ভ্যাটসহ (১+২+৩+৪+৫)** | | | | **৫৮,৮৮৮** |
| **কথায়ঃ আটান্ন হাজার আটশত আটাশি টাকা মাত্র** | | | | | |